ঝিনাইদহে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

‘নিরাপদ সড়ক সমৃদ্ধ দেশ’ সবার আগে বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও জেলা বিআরটিএ’র আয়োজনে বুধবার সকালে শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উব্দোধন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা। এতে জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাড এম এ মজিদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন, বিআরটির সহকারী পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক আইন মেনে চলা, চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পথচারীদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

আলমডাঙ্গায় নিরাপদ সড়কের প্রত্যাশায় বিভিন্ন সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন নিয়ন্ত্রণে চলাচলের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ডাউকি, জামজামি, আইলহাস, নাগদাহ, খাসকররা ইউনিয়নে এই ভ্রাম্যমাণ আদালতে মোট ৫ জনের কাছে ৫১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আর নিরাপদ সড়কে মানুষের চলাচলে জন্য এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা ও বিজিবি’র যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ভূমি এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী। তিনি বলেন, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে জীবনকে যেমন ঝুকিতে ফেলে দেয় তেমনিভাবে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। জনস্বার্থে এই রকম অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন

“মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমাবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি” প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএ’র যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, আবির আনসারী, শেখ তৌহিদুল কবীর, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামুল উল হক, পুলিশ পরিদর্শক (ট্রাফিক) মো. আব্দুল হান্নান, সড়ক বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস. এম. আকিব, আরটিসির সদস্য মো. রফিকুল আলম, জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ।

আলোচনা সভার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার

আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরিবারের হাতেই বাংলাদেশ নিরাপদ -মাসুদ অরুণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় বারাদী বাজারের ১ নং জেলা পরিষদ মার্কেট প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর থানা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি শামসুল আলম, জেলা তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলু মাস্টার।

মাসুদ অরুণ তার বক্তব্যে বলেন, একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর পরিবারের হাতেই বাংলাদেশ নিরাপদ। হাসিনা ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করতে চেয়েছিল, এখন শুনি অনেকেই গোপনে ভারতের সাথে যোগাযোগ করছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর পরিবারের কাছেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিরাপদ। আমরা বিশ্বাস করি বেগম খালেদা জিয়ার কাছেই এ দেশ নিরাপদ। বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছি। এখানে কৃষকের কথা আছে, মেহনতী মানুষের কথা আছে, আমার মা বোনের কথা আছে, আমার ছাত্র-যুবকের কথা আছে, আমরা সেই ৩১ দফার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক

রাশিদুল ইসলাম রাজন, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক লুলু, থানা কৃষক দলের সহ-সভাপতি বাদলসহ জেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ।

দশর্নায় মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে নিরাপদ নয় সাংবাদিকরাও

দশর্নায় সাংবাদিকরা মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের কাছে নিরাপদ নয়। এসব মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যাবসায়ীরা দশর্না প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সামনে সাংবাদিকদের গালিগালাজ করে এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ও প্রসক্লাব ভেঙ্গে ফেলার হুমকি ধামকি দেয়।

গতকাল সোমবার দুপুরে দশর্না কেরু ডিষ্টিলারী গেটের সামনে ওয়াসীম নামের ১০-১২টি মামলার এক আসামী এ হুমকি ধামকি দেয়। এ ঘটনার পর দশর্না প্রেসক্লাবে রাত সাড়ে ৭ টার দিকে এক জরুরী বৈঠক অনুষ্টিত হয়। এ সময় সাংবাদিকরা প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

দশর্না সাংবাদিক সমিতির সভাপতিত্বে এ সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি চঞ্চল মাহমুদ, সহ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক হাসমত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, আহসান হাবীব মামুন, ওসমান আলী, কোষাধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, সদস্য ওয়াসিম রয়েল সু কমল দাস বাধন, আবিদ হাসান রিফাত, সাব্বির আলীম প্রমুখ।

নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তায় করণীয়

মানুষের ৪টি মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্য। বিশেষ করে মানব দেহের বৃদ্ধি গঠন ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে খাদ্য অপরিহার্য।

তবে চলমান শতাব্দীতে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তা ছাড়া সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও দেহকে কর্মক্ষম, চলনসই রাখার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প নেই। তাই সকলের উচিত খাদ্য তালিকায় আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এই সবগুলো উপাদান নিশ্চিত করা।

যাকে বলা হয় সুষম খাবার। তাই শুধু পেট ভরার জন্য খাওয়া এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নিরাপদ ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হবে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন,দেশে দেশে যুদ্ধ, সংঘাত, মরুময়তা,লবণাক্ততায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপদনে সংকটকাল অতিবাহিত করছে। তাছাড়া করোনা অতিমারির ভয়াবহতা, চলমান রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি সংকটে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ব দুঃসহ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বৈশ্বিক খাদ্য সংকটে বিশ্বের অনেক দেশ বিপর্যস্ত। উৎপাদন পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং চলমান সংকটের কারণে ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন বলেছেন সংস্থা। বাস্তবে সুদান, সোমালিয়াসহ বিশ্বের বেশ কয়েটি দেশে খাদ্যের জন্য মানুষের আহাজারি, নারী শিশুর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব।

অবশ্য খাদ্য সংকটের বৈশ্বিক অবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশে মিল নেই। জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য অন্যতম এবং এটা মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু এ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নানা মুখীসংকট বিরাজ করছে। এরমধ্যেও গত কয়েক দশকে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাষযোগ্য জমি সংরক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম বনায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কর্মকা মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশ ব্যস্ত খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। এমন এক প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস। বিগত সময়ে করোনাভাইরাস মহামারিতে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা ব্যাহত করেছে এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা

দেশের সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানার পর থেকে প্রায় ৫০ ঘণ্টা অবস্থান করেছে। এতে বাঁধ উপচে লোকালয়ে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করেছে। তাছাড়া সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে লবণ বয়ে এনে তা উপকূলের পুকুরে,জলাশয়ের পানিকে লবণাক্ত করে তোলে। যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং খাদ্য সংকটের বৈশ্বিক সমস্যার সঙ্গে বাংলাদেশে এই
পরিস্থিতিকে আরো সংকটে ফেলছে।

দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পানিতে,মাটিতে অধিক মাত্রায় লবণাক্ততা এবং দেশের উত্তরাঞ্চেলের ১৬ জেলায় বিরাজমান মরুময়তা। কারণ উপকূলের মাটি পানিতে লবণাক্ততায় খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয় মারাত্মক ভাবে। একই ভাবে দেশের উত্তরাঞ্চেরের ১৬ জেলায় গ্রীষ্মে অতিমাত্রায় মরুময়তায় খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয় সমভাবে। অবশ্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একাধিক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফোরামে বক্তব্য কালে সম্ভাব্য এ বৈশ্বিক মন্দা বা দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশবাসীকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন খাদ্য চাহিদা পূরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনাবাদি সব জমিকে আবাদের আওতায় আপনা,উৎপাদনস বৃদ্ধি,উৎপানে বৈচিত্র্য আনায়নের। এমনি অবস্থায়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ১৭টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে এমনি প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিমন্ত্রণালয় তার আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমানো, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আবাদি জমি বাড়ানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তন উপযোগী প্রযুক্তি ও ফসল উদ্ভাবন, আন্তফসল, মিশ্র ফসল, রিলেফসল, রেটুন ফসল চাষ করা, সেচের জমি বৃদ্ধি করা, উফশী ও হাইব্রিড ফসল চাষ করা, শস্য বহুমুখীকরণ করা, জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও প্রচুর চারা উৎপাদন করা, রোগবালাই দমন করা। প্রতি ইঞ্চি জমি চাষ করা। ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পুকুরে মাছ-মুরগি-হাঁসের সমন্বিত চাষ করা, রোগ ও পোকা দমনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা, সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, পশুপাখির জন্য জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ভর্তুকি বাড়ানো, সংরক্ষণাগার বাড়ানো, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, শস্যবিমা চালু করা ও পতিত জলাশয়ে মাছ চাষের বহুমুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রত্যাশা সরকারি

উদ্যোগে গৃহীত এসব কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রিনাপদ খাদ্যেও নিশ্চয়তা করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক হারে জনসচেতসতা সৃষ্টি,খাদ্যের অপচয় রোধে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তাহলেই সম্ভব সকালের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা এবং নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার বিধান করা।

পিআইডি ফিচার

লেখিকা: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত।

কুষ্টিয়ায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায়

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তিনি জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা করেন জেলা প্রশাসক।

উক্ত সভায় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের

সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজিব পাল, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম, খেয়া রেস্তোরাঁর জেনারেল ম্যানেজার সাইদুল বারী টুটুলসহ জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব।